

প্রকৃতি প্রত্যয়



ଅନୁଭବ
ଅନୁଭବ + ଅନୁଭବ
ଅନୁଭବ

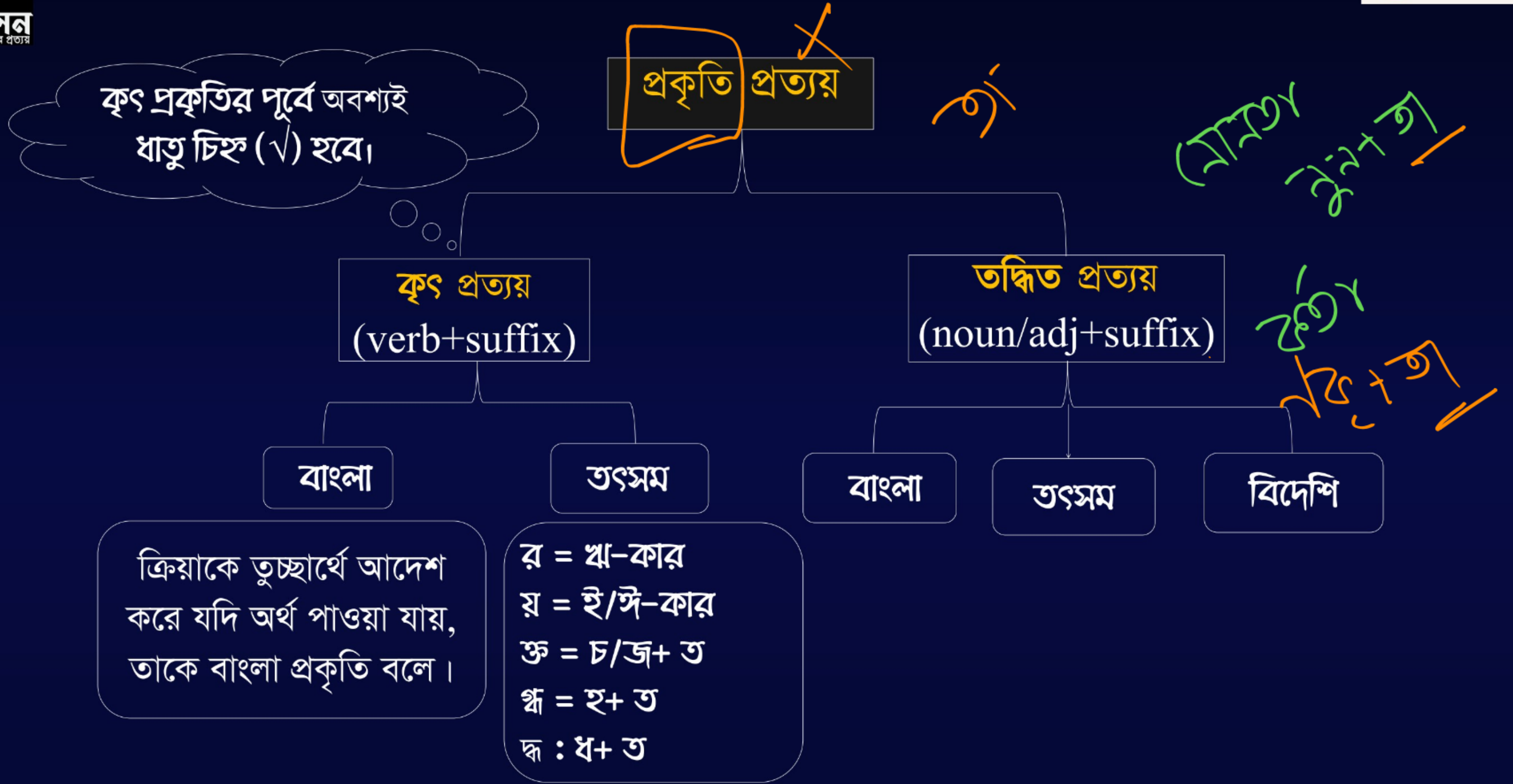
Resem d

weakness

ଅନୁଭବ
ଅନୁଭବ

Engagement

ଅନୁଭବ = ଅନୁଭବ + ଅନୁଭବ



প্রত্যয়	প্রত্যয়	উদাহরণ
ইম/ইমা	ইমন	দ্রাঘিমা, প্রেম, লালিমা
য-ফলা	য/ঘ্যণ	দৈর্ঘ্য, কৌলীন্য, সৌজন্য, বাচ্য, পাঠ্য
ব	ষঃ/অ	শৈশব, মানব, দানব
০	ষঃ/অ	সার্বভৌম, পারিষদ, কৌশল
তা	তৃচ	কর্তা, নেতা, নোনতা
অয়	অল/অ	জয়, ভয়, ক্রয়
অন	অনট	শ্রবণ, দর্শন, দর্পণ
তি/ষ্টি	ক্তি	সৃষ্টি, মুক্তি, ভক্তি
ত/ষ্ট	ক্ত	মুক্ত, ভক্ত, সিক্ত
মান (কৃৎ)	শানচ	চলমান, বর্ধমান
মান (তদ্ধিত)	মতুপ	বুদ্ধিমান, শ্রীমান
বান	বতুপ	ফলবান, বলবান, রূপবান
ঈ-কার	ইন	দায়ী, স্থায়ী, যোগী
ঈন	নীন	সাবর্জনীন, নবীন
ঈয়	নীয়	জলীয়, স্থানীয়, বায়বীয়
এ/য়ে	ইয়া	মেয়ে, জেলে
ও	উয়া	টেকো, মেঠো, গেঁয়ো

Light

enlight

Lighten

lighting

$$\begin{aligned} & \text{କ୍ଷେତ୍ର} \\ & = \text{ଫୁ + ଗ} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{କ୍ଷେତ୍ର} = \text{ଫୁ + ଗ} \\ & \text{କ୍ଷେତ୍ର} - \text{ଫୁ} = \text{ଗ} \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{ଫୁ}} = \text{ଫୁ}$$

ଫୁ - ଗ

$$\begin{aligned} & \text{କ୍ଷେତ୍ର} = \text{ଫୁ + ଗ} \\ & \text{କ୍ଷେତ୍ର} = \text{ଫୁ + ଗ} \\ & \text{କ୍ଷେତ୍ର} = \text{ଫୁ + ଗ} \end{aligned}$$

প্রত্যয়ের মাধ্যমে নতুন শব্দ

প্রত্যয়ের মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠনে কেবল প্রত্যয়ের পরিবর্তন হবে, প্রকৃতির পরিবর্তন হবে না। যেমন-

***দৃশ** অর্থ দেখা। এখন 'দেখা' অর্থে যত শব্দ তৈরি হবে, তার মূল 'দৃশ' ই থাকবে।

দর্শক (√দৃশ+ অক), দৃষ্টব্য (√দৃশ+ তব্য), দৃশ্য (√দৃশ+ য), দর্শনীয় (√দৃশ+ অনীয়)।

***কৃ** অর্থ করা। কারক (√কৃ+অক), করণীয় (√কৃ+ অনীয়), কর্তা (√কৃ+ তা)।

***স্মৃ** অর্থ স্মরণ করা। স্মারক (√স্মৃ+ অক), স্মৃতি (√স্মৃ+ তি), স্মরণীয় (√স্মৃ+ অনীয়)।

কৃৎ প্রত্যয়

জন্মা - জন্ম + মা
জন্মা - জন্ম + মা

- **বাংলা কৃৎ প্রকৃতি** : ক্রিয়াকে তুচ্ছার্থে (তুই-তুকারি) করে আদেশ করে যদি অর্থ পাওয়া যায় তাকে বাংলা কৃৎ প্রকৃতি বলে। যেমন- (তুই) $\sqrt{\text{খেল}} + \text{না} = \text{খেলনা}$, $\sqrt{\text{বস}} + \text{তি} = \text{বস্তি}$, $\sqrt{\text{জম}} + \text{আ} = \text{জমা}$, $\sqrt{\text{খা}} + \text{আ} = \text{খাওয়া}$, $\sqrt{\text{দুল}} + \text{অন} = \text{দোলন}$ ইত্যাদি।
- **সংস্কৃত কৃৎ প্রকৃতি** : সংস্কৃত ধাতুগুলো বাংলার মতো তুচ্ছার্থে আদেশ করে অর্থ পাওয়া যায় না। র/ য়/ যুক্তবর্ণ/ ধ বা অন্যান্য উপায়ে এই ধাতু হয়। যেমন-

ଅଂଶ

ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶିତ ଅଂ
ଆଦେଶ

ଅଂଶ — ଅଂଶ + ଅ
ଆଦେଶ — ଅଂ + ଅ

ଅଂଶ

ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶିତ ଅଂ
ଆଦେଶ ଅଂ

ଅଂଶ — ଅଂ + ଅ
ଆଦେଶ — ଅଂ + ଅ

১. র/ রেফ () থাকলে সংস্কৃত ধাতু তৈরি করা যায়। যেমন- কর্ম, ধর্ম, বর্ষণ, কর্ষণ, দর্শন, স্মরণ, দর্পণ, বর্ধন ইত্যাদি। এক্ষেত্রে-

ক. ক্রিয়াটি মূল ধাতু অনুসারে এক/দুই বর্ণের হবে

খ. 'র' পরিবর্তে ঋ-কার হবে

গ. প্রত্যয় হবে

(১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬. ৭. ৮. ৯. ১০. ১১. ১২. ১৩. ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. ২৪. ২৫. ২৬. ২৭. ২৮. ২৯. ৩০. ৩১. ৩২. ৩৩. ৩৪. ৩৫. ৩৬. ৩৭. ৩৮. ৩৯. ৪০. ৪১. ৪২. ৪৩. ৪৪. ৪৫. ৪৬. ৪৭. ৪৮. ৪৯. ৫০. ৫১. ৫২. ৫৩. ৫৪. ৫৫. ৫৬. ৫৭. ৫৮. ৫৯. ৬০. ৬১. ৬২. ৬৩. ৬৪. ৬৫. ৬৬. ৬৭. ৬৮. ৬৯. ৭০. ৭১. ৭২. ৭৩. ৭৪. ৭৫. ৭৬. ৭৭. ৭৮. ৭৯. ৮০. ৮১. ৮২. ৮৩. ৮৪. ৮৫. ৮৬. ৮৭. ৮৮. ৮৯. ৯০. ৯১. ৯২. ৯৩. ৯৪. ৯৫. ৯৬. ৯৭. ৯৮. ৯৯. ১০০.)

উদাহরণ : কর্ম (√কৃ+ ম)। এখানে রেফ এর একটি বর্ণ (ম) উচ্চারিত হচ্ছে। তাই অর্থানুসারে ক্রিয়াটি এক বর্ণের হয়েছে (ক)। এরপর রেফ- এর পরিবর্তে ঋ-কার হয়েছে (কৃ)। পরবর্তীতে প্রত্যয় (ম) বসেছে। এখন 'কৃ' বা 'করা' অর্থে যত শব্দ গঠিত হবে, সবক্ষেত্রে প্রকৃতি একই থাকবে।

কর্তা (√কৃ+তা); **কর্তব্য (√কৃ+ তব্য), করণীয় (√কৃ+ অনীয়), করণ (√কৃ+ অন) ইত্যাদি।

**ধর্ম (√ধৃ+ ম); ধরণী (√ধৃ+ অনী), ধরা, ধর্তব্য, ধারণ ইত্যাদি।

**বর্ষা (√বৃষ+ আ); বর্ষণ, বৃষ্টি (√বৃষ+ তি)।

**কর্ষণ (√কৃষ+ অন); কৃষক (√কৃষ+ অক), কৃষ্টি (√কৃষ+তি)।

**দর্শন (√দৃশ+ অন); দৃশ্য (√দৃশ+য), দর্শনীয়, দ্রষ্টব্য, দর্শানো, দর্শক।

**বর্ধন (√বৃধ+ অন); বর্ধমান, বৃদ্ধ, বৃদ্ধি।

$$d^2x - \sqrt{dx^2 + dt^2}$$

ସୂତ୍ର
ଦୃଶ୍ୟ, ଦୃଶ୍ୟ

ବିଶ୍ୱ (କ୍ଷେତ୍ର)

ଦୃଶ୍ୟ + କ୍ଷେତ୍ର, ସୂତ୍ର - ଦୃଶ୍ୟ + କ୍ଷେତ୍ର

ସୂତ୍ର (କ୍ଷେତ୍ର) -

ଦୃଶ୍ୟ + କ୍ଷେତ୍ର
ସୂତ୍ର - ଦୃଶ୍ୟ + କ୍ଷେତ୍ର

২. প্রত্যয়যুক্ত শব্দে য থাকলে ই/ঈ/এ তে রূপান্তর করে মূল শব্দ বের করা যায়। যেমন- নয়ন, জয়, ভয়, ক্রয়, ক্ষয় ইত্যাদি। এক্ষেত্রে-

ক. ক্রিয়াটি এক বর্ণের হবে

খ. ক্রিয়ার সাথে অর্থানুসারে ই/ঈ/এ-কার হবে

গ. য এর স্থলে অ/অল হবে

উদাহরণ : নয়ন (√নী+ অন)। এখানে 'য়' থাকায় ক্রিয়া এক বর্ণ ও ঈ-কার বিশিষ্ট হয়েছে (নী)।

'য়ন' এর স্থলে 'অন' হবে। এভাবে-

**নয়ন (√নী+ অন); নেতা (√নী+ তা), নায়ক (√নী+ অক), নেত্র (√নী+ত্র) ইত্যাদি।

**জয় (√জি+অ); জ্যান্ত (√জি+ অন্ত), জয়তু (√জি+তু), জয়ন্তী (√জি+ অন্ত+ ~~ই~~) ইত্যাদি।

**ভয় (√ভী+অ); ভীত (√ভী+ত), ভীতু (√ভী+তু) ইত্যাদি।

**ক্রয় (√ক্রী+অ); ক্রীত (√ক্রী+ত), ক্রেতা (√ক্রী+তা) ইত্যাদি।

**ক্ষয় (√ক্ষি+অ); ক্ষেত্র (√ক্ষি+ত্র), ক্ষয়িষ্ণু (√ক্ষি+ইষ্ণু) ইত্যাদি।

ই → ঈ

ইতিদায়

ই → ঈ, ই → এ, ই → ঐ, ই → ঔ

মোহন

মোহন

৩. প্রত্যয়ঘটিত শব্দে **ক্ত** থাকলে প্রত্যয় বিচ্ছেদে অর্থানুসারে চ/জ+ ত হয়। (চ/জ+ ত = ক্ত)

যেমন- **সিক্ত** (√সিচ+ ত), মুক্তি (√মুচ+ তি), বক্তব্য (√বচ+ তব্য), যুক্তি (√যুজ+তি),
ভক্ত (√ভজ+ত), **ভেজ**

ভুক্তি (√ভুজ+তি), যোগী (যুজ+ই) ইত্যাদি। **ভেজ**

**বচ মূলধাতু দিয়ে গঠিত শব্দ। বক্তব্য, বক্তা, উক্তি (√বচ+তি), বাচ্য (√বচ+য), বাক্য
ইত্যাদি।

৪. প্রত্যয়ঘটিত শব্দে **ক্ত** থাকলে প্রত্যয় বিচ্ছেদে অর্থানুসারে হ + ত হয়। (হ+ ত = ক্ত)

যেমন- দুগ্ধ (√দুহ+ত), দগ্ধ (√দহ+ত), মুগ্ধ (√মুহ+ত), স্নিগ্ধ (√স্নিহ+ত) ইত্যাদি।
মোহ **মোহ**

ଆମି ଯାଦି
ଆମି ସାହଜ
ଆମି ଦିଆମି

ଠକ୍ଠା — ଠକ୍ + ଠା
ଠକ୍ଠି — ଠକ୍ + ଠି

ଠକ୍ଠ = ଠକ୍ + ଠ

ଆମି ସାହି
ଆମି ସାବ
ଆମି ଡାହେଁ

ସାହା — ସା + ହା
ସାହକ = ସା + ହକ୍ (ସାହ)

১০।

৫. প্রত্যয়ঘটিত শব্দে **দ্ধ** থাকলে প্রত্যয় বিচ্ছেদে ধ+ত হবে। (ধ+ত = দ্ধ)

যেমন- বুদ্ধি (√বুধ+তি), যুদ্ধ (√যুধ+ত), যুদ্ধা (√যুধ+তা) সিদ্ধ (√সিধ+ত) ইত্যাদি।

৬. সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়ে যুক্তবর্ণের পর আ-কার যুক্ত হলে (অ+আ) দেওয়া যাবে।

পরীক্ষা (পরি+√ঈক্ষ+অ+আ)

শ্রদ্ধা (শ্রৎ+√ধা+অ+আ) {শ্রৎ : বিশ্বাস}

প্রজ্ঞা (প্র+√জ্ঞা+অ+আ)

আকাজ্ঞা (আ+√কাজ্ঞ+অ+আ)

দীক্ষা (√দীক্ষ+অ+আ)

বৃদ্ধি (বৃধ+তি)

কঠিন কিছু ক্রিয়া

শ্র : শ্রবণ, শ্রাব্য, শ্রোতা, শ্রুতি
সৃজ : সৃজন, সৃষ্টি, স্রষ্টা, সৃষ্ট
দা : দাতব্য, দায়ী, দাতা, দেয়
পচ : পাচক, পচন
গ্রহ : গ্রহণীয়, গ্রহণ, গ্রাহী
মন : মন্তব্য, মতি
হন : হনন, হস্তা, ঘাতক, বধ
খ্যা : খ্যাত, খ্যাতি
গ্রস্থ : গ্রথিত
শুচ : শোচনীয়, শোক
জ্ঞা : জ্ঞাত, জ্ঞাতি, জ্ঞান, জ্ঞাতব্য
জাগৃ : জাগরুক, জাগ্রত
পা : পাওনা, পায়ী
মন্ত্র : মন্ত্রণা, মন্ত্রী
ভূ (বেতন) : ভৃত্য
দনশ : দংশন, দংশিত

গম : গমন, গন্তব্য, গতি, গত, গম্য
স্থ : স্থান, স্থায়ী, স্থাণু, স্থাবর
পঠ : পাঠ্য, পাঠক, পঠন, পঠিতব্য
পূজ : পূজা, পূজক, পূজনীয়
সহ : সহনীয়, সহ্য
ভূ : ভাবুক, ভাবী, ভাব
স্ত : স্তাবক, স্ততি, স্তব
শম : শান্তি, শান্ত
গৈ : গীতি, গীতিকা, গায়ক
চর : চরিত্র
ক্রোধ : ক্রোধ
ত্যজ : ত্যাজ্য, ত্যাগী, ত্যাগ
লভ : লভ্য, লব্ধ
ধূ : ধূলা, ধোয়া
বদ : বাদী
হিনস : হিংসা, হিংস্র, হিংসালু

V.V.8
ভূ+ক্র, ভূ+স্ত
শম+তি, শম+ত

সংস্কৃত
প্রকৃতি

উপসর্গ+ প্রকৃতি ও প্রত্যয়

সুবক্র
প্র+ক্র+ক্র

প্রত্যয়ঘটিত অনেক শব্দে উপসর্গ যুক্ত থাকে। তখন প্রত্যয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে-

ক. উপসর্গ+ প্রকৃতি+ প্রত্যয়

খ. উপসর্গের পর সাধারণত ক্রিয়া হয়। যেমন-

বি+√ভজ+ তি = বিভক্তি, সু+√দৃশ+ অন = সুদর্শন, প্র+√কৃ+ অন = প্রকরণ,
অনু+√স্থ+ত = অনুষ্ঠিত, অনু+√শীলি+অন = অনুশীলন, বি+আ+√কৃ+অন = ব্যাকরণ,
বি+√জি+অ = বিজয়

গ. যদি শেষ অংশে স্বরধ্বনির উচ্চারণ না থাকে, তবে 'ক্ৰিপ/০' হবে। যেমন-

বিদ্যৎ = বি+√দ্যৎ+ক্ৰিপ, সম্রাট = সম+√রাজ+ক্ৰিপ

সুদর্শন - সু+√দৃশ+অন
ব্যাকরণ = বি+আ+√কৃ+অন

$$\underline{\text{अवयव}} = \underline{\text{अ} + \sqrt{\text{वि}} + \underline{\text{अ}}}$$

$$\text{अवि} = \text{अ} + \sqrt{\text{वि}} + \text{०} / \text{विण}$$

$$\text{विण्} = \text{वि} + \sqrt{\text{विण्}} + \text{०}$$

তদ্ধিত প্রত্যয়

তদ্ধিত প্রত্যয় : নাম শব্দ বা প্রাতিপদিকের শেষে প্রত্যয় যোগে গঠিত নতুন শব্দকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। তদ্ধিত প্রত্যয় নির্ণয়ের জন্য **প্রথমেই অর্থবোধক** শব্দটি বের করতে হবে।

মাঠ — মা + ঠ
দেহ — দে + হ

দিনে — দিন + ই

মূল বানান

গুণ

বৃদ্ধি

ই/ঈ

উ/ঊ

ঋ

ঌ

এ

ও

অর

ঐ

ঔ

আর

আ

ঐ = ই + ঐ

ঔ = ঊ + ঔ

ঐ → ঐ + ঐ

ঐ

ঐ + ঐ

ଅକ୍ଷୟ - ଅକ୍ଷୟ + ଯ

ମାମା - ମାମା + ଯ

ମାମା - ମାମା + ଯ

ପାଠ - ପଠ + ଥ

ପାଠିନୀ - ପାଠିନୀ

ପାଠିନୀ

ଅକ୍ଷୟ

ଅକ୍ଷୟ - ଅକ୍ଷୟ + ଯ

ଅକ୍ଷୟ - ଅକ୍ଷୟ + ଯ

ଅକ୍ଷୟ - ଅକ୍ଷୟ + ଯ

ଅକ୍ଷୟ

ଅକ୍ଷୟ = ଅକ୍ଷୟ + ଯ

ଅକ୍ଷୟ

গুণ ও বৃদ্ধি

প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয়ের জন্য **সর্বপ্রথম মূল অর্থবোধক শব্দ বা প্রকৃতি নির্ণয় জরুরি**। এই প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য গুণ-বৃদ্ধি অসাধারণ কৌশল। শব্দের প্রথমে বৃদ্ধি (ঐ/ ঔ/ আর/ আ) থাকলে প্রথমে গুণে রূপান্তর (এ/ ও/ অর) করে মূল অর্থ বের করতে হবে। যদি অর্থ না মিলে তবে মূল বানানে রূপান্তর করলেই অর্থ মিলে যাবে। এক্ষেত্রে অর্থ তৈরির জন্য অতিরিক্ত **স্বরধ্বনি যোগ করা যেতে পারে**। যেমন-

কৈশোর > কেশর > কিশোর, সৌম্য > সোম, সামান্য > সমান, সৌমিত্রি > সুমিত্রা,
সৌরভ > সুরভি, কৌলীন্য > কুলীন, পাশ্চাত্য > পশ্চাৎ, কার্পণ্য > কৃপণ,
সৌজন্য > সুজন, বৌদ্ধ > ~~বোদ্ধ~~ > বুদ্ধ, ধোঁয়া > ধূ, লেখা > লিখ,
ঐকমত্য > একমত, সার্বভৌম > সর্বভূমি, ঐশ্বর্য > ঈশ্বর ইত্যাদি।

শব্দ নির্ণয়ের কৌশল

- শব্দের মূল নির্ণয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুণ-বৃদ্ধির নিয়ম প্রয়োগ হয়। যেমন- খেলনা, লালিমা, নীলিমা ইত্যাদি।
- প্রত্যয়ের মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠন
- প্রত্যয়ের মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠনে কেবল প্রত্যয়ের পরিবর্তন হবে, প্রকৃতির পরিবর্তন হবে না।
যেমন-
 - **দৃশ অর্থ দেখা। এখন 'দেখা' অর্থে যত শব্দ তৈরি হবে, তার মূল 'দৃশ' ই থাকবে।
 - **দর্শক (√দৃশ+ অক), দৃষ্টব্য (√দৃশ+ তব্য), দৃশ্য (√দৃশ+ য), দর্শনীয় (√দৃশ+ অনীয়)।
 - **কৃ অর্থ করা। কারক (√কৃ+অক), করণীয় (√কৃ+ অনীয়), কর্তা (√কৃ+ তা)।
 - **স্মৃ অর্থ স্মরণ করা। স্মারক (√স্মৃ+ অক), স্মৃতি (√স্মৃ+ তি), স্মরণীয় (√স্মৃ+ অনীয়)।

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়	
প্রত্যয়	প্রত্যয় সাধিত শব্দ
আ	চোরা, কেপ্টা, ডিঙা, বাঘা, হাতা, দখিনা, বাইশা, চাষা
আই	চড়াই, কানাই, ঢাকাই, চোরাই, মোগলাই, মিঠাই
আমি/আমো/মি	পাগলামি, চোরামি, বাঁদরামি, জ্যাঠামি, ঘরামি, ছেলেমি, ঠকামো
আরি	শাঁখারি, ভিখারি
আরু	বোমারু
ই/ঈ	বাহাদুরি, উমেদারি, চাষি, ডাক্তারি, দোকানি, ব্যাপারী
ইয়া > এ	জাল+ ইয়া > জেলে, মাইয়া > মেয়ে, মেটে, পাথুরে, খুনে, বেলে, টনটনে
উয়া > ও	টাকুয়া > টেকো, ধেনো, মেঠো, গেঁয়ো, মাছুয়া > মেছো
উ	ঢালু, কলু
উক	মিশুক, লাজুক, মিথ্যুক
লা	মেঘলা
টে	ঝগড়াটে, তামাটে, রোগাটে, ভাড়াটে

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রত্যয়	প্রত্যয় সাধিত শব্দ
অ/ষঃ	পৌত্র, সৌর, শৈব, কৈশোর, শাক্ত, জৈগ
ব/অ/ষঃ	মানব, পৃথিবী, বৈষ্ণব, পাশব, শৈশব
য-ফলা/ষ্য	পার্বত্য, দৈন্য, সভ্য, সৌজন্য, দৈত্য, কাব্য
ইক/ ষিক	পারলৌকিক, আকস্মিক, সামরিক, নৈতিক
ইত	কুমুদিত, গর্বিত, পুষ্পিত, কলঙ্কিত, বিবাহিত
মান/মতুপ	শ্রীমান, শক্তিমান, বুদ্ধিমান, ভ্রাম্যমাণ (ভ্রমণ+মতুপ)
বান/বতুপ	রূপবান, গুণবান, দয়াবান, জ্ঞানবান
ইম/ইমা/ইমন	দ্রাঘিমা, প্রেম, রক্তিম, চন্দ্রিমা, গরিমা, মহিমা
ইল	পঙ্কিল, উর্মিল, কুটিল, স্বপ্নিল, জটিল (জট+ইল)
ঈ/ইন	গুণী, হস্তী, জ্ঞানী, দুঃখী, ধনী
ইষ্ঠ	বলিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, লঘিষ্ঠ, পাপিষ্ঠ
ত্ব/তা	বন্ধুত্ব, সভ্যতা, দেবতা, একতা, গুরুত্ব, সততা
বী/বিন	মেধাবী, মায়াবী, তেজস্বী (তেজঃ+বিন), যশস্বী, তপস্বী
ঈন/নীন	সার্বজনীন, নবীন
ঈয়/নীয়	জলীয়, স্থানীয় (স্থান+ঈয়), শারদীয়, বায়বীয়, বাস্পীয়
অয়ন	নারায়ণ, গৃহায়ন, রামায়ণ, নগরায়ণ
আয়ন	দ্বৈপায়ন, বাৎসর্যায়ন

বিভিন্ন অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয়

সুখাই

অর্থ	উদাহরণ
অবজ্ঞা	কেষ্ঠা, চোরা, ডাক্তারনি, জমিদারনি
বৃহৎ	ডিঙা, অরণ্যানী, বনানী
ক্ষুদ্র	মালিকা, নাটিকা, গীতিকা, পুস্তিকা, ডিঙি, কাঠি
সদৃশ	বাঘা, হাতা
জাত	ভয়সা (ঘি), ঢাকাই, রেশমি, ধেনো (চিড়া)
সমষ্টি	বাইশা
আদর	নিমাই, কানাই
বৃত্তি	ঘরামি, ঠকামো, চাষি, ব্যাপারী, মাছওয়ালা
নিন্দা	জ্যাঠামি, ছেলেমি
ভাব	গাগলামি, বাহাদুরি, বাঁদরামি
মালিকানা	দোকানি, জমিদারি, বাড়িওয়ালা
উপজীবিকা	মুটে, জেলে, মেছো
নৈপুণ্য	খুনে, দেমাকে, নেয়ে
অপত্য	রাবণি, দাশরথি, মনুষ্য, যাদব, সৌমিত্রি
আলংকরিক	নগরী

সুন্দর!

হিন্দি প্রত্যয়	
ওয়ালা > আলা	মাছওয়ালা, দুধওয়ালা
ওয়ান > আন	গাড়োয়ান
আনা > আনি	বিবিয়ানা, হিন্দুয়ানি
পনা	বেহায়াপনা, গিন্দিপনা
সা > সে	পানসে, কালসে
ফার্সি প্রত্যয়	
গর > কর	কারিগর, বাজিকর, সওদাগর
দার	চৌকিদার, দেনাদার, পাহারাদার
বাজ	কলমবাজ, গলাবাজ, ধোঁকাবাজ
বন্দি	জবানবন্দি, নজরবন্দি, কোমরবন্দ
সই	চলনসই, টেকসই, মানানসই
তুর্কি প্রত্যয়	
চি	তবলচি (আরবি+তুর্কি), বাবুর্চি
বিঃ দ্রঃ টিপসই ও মানানসই এ দুটো শব্দে 'সই' প্রত্যয় নয়। এখানে 'সই > সহি' (স্বাক্ষর) অর্থে ব্যবহার হচ্ছে।	

গুরুত্বপূর্ণ তদ্ধিত প্রত্যয়

স্ব+ মিন = স্বামী
শ্রী+ মতুপ = শ্রীমান
রূপ+ সী = রূপসী
আধ+ উলি = আধুলি
গুণ+ বতুপ = গুণবান
প্রাচী+ অ = প্রাচ্য
প্রিয়+ ইমন = প্রেম
কবি+ য = কাব্য
পশ্চাৎ+ য = পাশ্চাত্য
জটা+ ইল = জটিল
ন্যূন+ তা = নূন্যতা
গতানুগত+ ইক = গতানুগতিক

সর্বজন+ ঙ্গন = সার্বজনীন
সর্বভূমি+ অ = সার্বভৌম
মধু+ অ = মাধব
কুমার+ য = কৌমার্য
চিত্র+ অ = চৈত্র
বোম+ আরু = বোমারু
সুভগ+ য = সৌভাগ্য
ডিঙি+ ই = ডিঙি
পৃথিবী+ অ = পার্থিব
পণ্ডা+ ইত = পণ্ডিত
সভা+ য = সভ্য
কুশিক+ অ = কৌশিক

সূর্য+ অ = সৌর
শিব+ অ = শৈব
অদिति+ য = আদিত্য
কুল+ ঙ্গন = কুলীন
গো+ রু = গরু
নগর+ অ = নাগর
জমক+ আল = জমকাল
সম্রাট+ য = সাম্রাজ্য
পুত্র+ অ = পৌত্র
বাক্+ ময় = বাজায়
হিংসা+ উক = হিংসুক
তপস+ বিন = তপস্বী

২য় কৌ

১. 'বধ' শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয় হবে-

ক. √হন্+অল

খ. √বধ্+ধ

গ. √বদ্+ধ

ঘ. √বধ্+য

২. বৃহদার্থে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে কোনটিতে?

ক. ডিঙা

খ. ভিক্ষা

গ. দীক্ষা

ঘ. বোকা

৩. বাক্য শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় কী?

ক. $\sqrt{\text{বাক}} + \text{য}$

খ. $\sqrt{\text{বাচ}} + \text{য}$

গ. $\sqrt{\text{বচ}} + \text{য}$

ঘ. $\sqrt{\text{বাচঃ}} + \text{য}$

বাক্য
বাক্য) - বচ + য
বাক্য) - বাচ + য

৪. 'ইকা' যোগে ক্ষুদ্রার্থে গঠিত শব্দ-

ক. সেবিকা

খ. গীতিকা

গ. বালিকা

ঘ. যতিকা

৫. বাবুর্চি শব্দের 'চি' প্রত্যয়টি- (৫৯)

ক. আরবি

খ. সংস্কৃত

গ. ফার্সি

ঘ. হিন্দি

৬. নিচের কোনটি প্রত্যয়সাধিত শব্দ?

ক. পাখিসব

খ. বেয়াই

চিৎ + ঐ

গ. আমটি

ঘ. ঘরে

৭. সৌরভ শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?

ক. সুভগ+য

খ. সুরভি+অ

ঘ. সরু+অ

ঘ. সৌরভ+অ

৮. কোন শব্দটি উপসর্গ সহযোগে গঠিত হয়নি?

ক. কার্য

খ. প্রতিরক্ষা

গ. প্রতিরোধ

ঘ. প্রতিযোগী

Thank You